যুগান্তর

তারিখ ... 21 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

জঙ্গি ওবায়দুল্লাহর ৫টি সিম জব্দ

৭৫ মাদ্রাসায় গোয়েন্দা নজরদারি

সরোয়ার আলম

ঢাকাসহ সারাদেশে ৭৫টি মাদ্রাসা গোয়েন্দা নজরদারিতে রয়েছে। ওইসব মাদ্রাসায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে তথ্য এসেছে র‌্যাব-পুলিশ ও গোয়েন্দাদের কাছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি কওমী মাদ্রাসাও রয়েছে। মাদ্রাসার পাশাপাশি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজেও নজরদারি আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে। এদিকে গ্রেফতারকৃত ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি মুফতি ড. ওবায়দুল্লাহ'র ৫টি মোবাইল সিম কার্ড জব্দ করেছে পুলিশ। মোবাইল ফোনে লস্কর-ই-তৈয়বা, দাউদ ইব্রাহিম চক্র, ভারতীয় মুজাহিদীন ও আসিফ রেজা কমান্ডো ফোর্সের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ওবায়দুল্লাহ'র কি ধরনের কথা হয়েছে তা উদ্ঘাটন করা হয়েছে। ডিবির কাছে ওবায়দুল্লাহ স্বীকার

নজরদারি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

নজরদারি : মাদ্রাসায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন, বাংলাদেশের হরকাতুল জিহাদের অনেক নেতাকর্মী আল-কায়েদার সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে আত্মগোপনে থাকা লস্কর-ই-তৈয়বার অন্যতম নেতা শাহজাহান ও হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিবুল্লাহ গোয়েন্দাদের হেফাজতে রয়েছে বলে একটি সূত্র দাবি করেছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশী পাসপোর্টে একবার হজ পালন করেন ভারতীয় জঙ্গি ওবায়দুল্লাহ। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রায় সময় কথা হতো বলে গোয়েন্দাদের কাছে স্বীকার করেছেন ওবায়দুল্লাহ। ওবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ টাস্কফোর্স ফর ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে নেয়া হতে পারে।

র‌্যাব মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার যুগান্তরকে জানান, দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব মাদ্রাসায় জঙ্গি কার্যক্রম হচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সেখানে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। মাদ্রাসার পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ও নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। বিদেশী ও দেশী জঙ্গিদের ব্যাপারে র‌্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইং কাজ করছে। জঙ্গিদের নিয়ে উদ্বিগ্ন না হতে দেশবাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। ডিবির উপ-কমিশনার মনিরুল ইসলাম জানান, সন্দেহভাজন মাদ্রাসাগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয় জঙ্গি ওবায়দুল্লাহ যেসব মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন এবং তার অনুসারীরা সক্রিয় রয়েছে তাদের ব্যাপারে আলাদাভাবে কাজ করছে ডিবির কয়েকটি টিম। আশা করি অল্প সময়ের মধ্যে ওবায়দুল্লাহর সহযোগীদের পাকড়াও করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, ওবায়দুল্লাহকে নিয়ে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি ও লস্কর-ই-তৈয়বার অন্যতম নেতা মুফতি ড. ওবায়দুল্লাহসহ আরো কিছু দুর্ধর্ষ জঙ্গি গ্রেফতার হওয়ার পর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়েছে। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের জঙ্গি ও সন্ত্রাসীরা বাংলাদেশে আত্মগোপন করে থাকায় ভাবিয়ে তুলছে র‌্যাব ও পুলিশকে। ওবায়দুল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদিন চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করছেন গোয়েন্দারা। মাদ্রাসাগুলোতে তার অনুসারীরা সক্রিয় রয়েছে বলে গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন তিনি।

সূত্রমতে, র‌্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইংসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে কোন কোন মাদ্রাসায় জঙ্গি কার্যক্রম হচ্ছে তা উদ্ঘাটন করতে বেশ কিছুদিন কাজ চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি তালিকাও করা হয়েছে। তালিকায় ৭৫টি মাদ্রাসায় জঙ্গি কানেকশন রয়েছে বলে জানা গেছে। তার মধ্যে ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকায় ১২টি, মাদারীপুরে ১০টি, রাজশাহীতে ৭টি, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, কেরানীগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বি.বাড়িয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, লক্ষ্মীপুরসহ আরো কয়েকটি এলাকার এসব মাদ্রাসায় গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে। মাদ্রাসার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছু কলেজও গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় আনা হয়। জেএমবির আইটি বিশেষজ্ঞ বাহিব গ্রেফতার হওয়ার পর এসব স্থানে নজরদারি বাড়ানো হয় বলে র‌্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইং-এর এক কর্মকর্তা জানান। তিনি বলেন, জেএমবি ও হুজির অনেক নেতা-কর্মী কিছু মাদ্রাসা পরিচালনা করে আসছেন। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। লস্কর-ই-তৈয়বার শীর্ষ নেতা মুরসিদ খৈয়াম ও আমির রেজা খান একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন বলে তথ্য রয়েছে। ডিবির হাতে গ্রেফতার হওয়া জঙ্গি ওবায়দুল্লাহকে র‌্যাব আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

সূত্র জানায়, ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই'র কিছু কর্মকর্তার প্রায়ই ফোনালাপ হতো। কি বিষয়ে বেশি কথা হয়েছে সেই সম্পর্কে ওবায়দুল্লাহ গোয়েন্দাদের কিছু তথ্য দিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তা প্রকাশ করছে না। ওবায়দুল্লাহ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, '৯০ সালের প্রথমদিকে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করার আগে পাকিস্তানের পেশোয়ারের একটি ক্যাম্পে আল কায়েদার প্রধান ওসামা বিন লাদেন বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।